بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আজ অমর ২১ ফেব্রুয়ারি-'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি- ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ সকল ভাষা শহিদকে।

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙালি জাতির অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধু। মানবতা, মানুষের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা-প্রতিটি বিষয় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম বারের মতো বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেন।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা আমাদের স্বাধিকার অর্জন ও মুক্তিসংগ্রামে যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। আজকের এই দিনে আমি বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যময় ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১৯৫২-এর 'অমর একুশে' এখন সারা বিশ্বে উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী উদ্যোগ ও নেতৃত্ব এবং দুইজন প্রবাসী বাঙালির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষাকে এই গৌরবময় স্বীকৃতি দেয়। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার এখন ৮.১৫ শতাংশ যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। আজ বাংলাদেশ সারাবিশ্বে 'উন্নয়নের রোলমডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অমর একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, প্রযুক্তিনির্ভর, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবো- আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি